১০-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সৃষ্টির যা কিছুই এই দৃষ্টিতে দেখছো, তা সবকিছুই ভুলে যাও। শরীর-ধারীদের ভুলে গিয়ে একমাত্র অশরীরী বাবাকে স্মরণে রাখার অভ্যাস কর"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা জ্ঞানে তোমাদের মুখ মিষ্টি হয়, কিন্তু ভক্তিতে হয় না - কেন ?

উত্তর :- ১) যেহেতু ভক্তি-মার্গে ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে আর এই সর্বব্যাপী বলার কারণেই বাবা আর বাবার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়ার ব্যাপারটাই আর থাকে না - তাই সেখানে মুখও মিষ্টি হয় না। আর তোমরা বি.কে.-রা ভালবেসে যখন "বাবা" বলে ডাকো, তাতে বাবার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সাকেও স্মরণ করা হয়। ফলে সেই জ্ঞানের দ্বারা মুখ মিষ্টি হয়ে যায়।
২) ভক্তি-মার্গে তোমরা তো কেবল পুতুল নিয়েই খেলা করেছো, তখন বাবার প্রকৃত পরিচয়টাই জানতে না, সেক্ষেত্রে মুখ মিষ্টি হবেই বা কি প্রকারে !

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....

ওঁম্ শান্তি! "শিবায়ঃ নমঃ" অথবা "শিবকে নমস্কার" বলা হয়। এই "নমস্কার" শব্দটি হামেশাই ব্যবহৃত হয়- সম্মানীয়দের সম্মান জানাতে। জাগতিক মানুষদের বুদ্ধিযোগ পতিত-পাবন বাবার সাথে থাকে না। পবিত্র বানাবার কারিগর কেবল একজনই। তাই কেবলমাত্র ওঁনার উদ্দেশ্যেই সবাই বলে থাকে - "শিবায়ঃ নমঃ"! যদিও তাদেরও বুদ্ধিতে এটা আছে - শিব তো নিরাকার। আর শংকরকে নমস্কার জানাবার সময়, তখন বলে "শংকর দেবতায়ঃ নমঃ"। সেখানে "শিবায়ঃ নমঃ" বলার ধরণটা পৃথক হয়ে গেল। শংকররের বেলায় "দেবতা" শব্দটি পৃথক ভাবে অর্থাৎ "শংকর দেবতায়ঃ নমঃ"- হয়ে গেল। তেমনি ভাবেই বলা হয় "ব্রহ্মা দেবতায়ঃ নমঃ"। কিন্তু ব্রহ্মা তো স্বয়ং উপস্থিত এখানে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ব্রহ্মা সূক্ষ্ম-বতনবাসী হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওনাকে দেবতা বলা চলে না। এখানে ওনার উপস্থিতি প্রজাপিতা অর্থাৎ প্রজাদের পালক হিসাবে। যতদিন প্রজাপিতা হয়ে মনুষ্য শরীর ধারণ করে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত এনাকে দেবতা বলা যাবে না। দেবতারা তো থাকেন হয় সূক্ষ্ম-বতনে না হয় নতুন দুনিয়ার স্বর্গ-রাজ্যে। একমাত্র তাদেরকেই দেবতা বলা যাবে। এর দ্বারাই প্রমাণ-সিদ্ধ হয়ে যায়, বর্তমানে ইনি কেবলই প্রজাপিতা, এনাকে দেবতা বলা চলা না। আর এখন এই সময়ে তোমরা বি.কে.-রা ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিগণিত হও। যদিও তোমাদের বুদ্ধিতে দৈবী-বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ দেবতা হবার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করে চলেছো। জগতে দেবতার কত মহিমাই তো কীর্তন করাই হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ইত্যাদি, ইত্যাদি.....! যে মহিমা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও নাই। মনুষ্যের আর দেবতার মহিমা পৃথক ধরণের। যেমন প্রেসিডেন্ডের মহিমা কেবল প্রেসিডেন্ডের মতন। তার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্য ও ধরণ থাকে। তেমনি প্রধানমন্ত্রীর বেলায়ও তার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্য ও ধরণ আছে। ঠিক তেমনই অবিনাশী এই ড্রামার ক্ষেত্রেও সবারই কর্ম-কর্তব্য ও অভিনয়ের ধরণ হয় পৃথক-পৃথক। তেমনি যখন তুমি "শিবায়ঃ নমঃ" বল, তখন কেবলমাত্র (পরমাত্মা) শিববাবাকেই বলা হয়। আবার দেবতাদের উদ্দেশ্যে যখন বল- "ব্রহ্মা দেবতায়ঃ নমঃ", "বিষ্ণু দেবতায়ঃ নমঃ" - এমন ধরণের ভিন্ন-ভিন্ন নামের হয়। কিন্তু শিববাবার ক্ষেত্রে তেমনটি বলা হয় না। ওঁনার ক্ষেত্রে বলা হবে, "পরমপিতা পরমাত্মা শিব", যেহেতু একমাত্র (পিতা) শিব আর ওনার অনেক (সন্তানেরা)

শালগ্রাম-রা। জাগতিক লোকেরা শালগ্রাম শিলাগুলিকে অনেক ছোট-ছোট আকারের দেখায় আর ওনাকে দেখায় বিশাল বড় আকৃতির। এই ব্যাপারটাই বাবা সুন্দর ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - আকারের দিক থেকে কেউ-ই ছোট-বড় নয়, উভয়ই সমান। কেবলমাত্র ওনাকে বলা হয়, "পরমপিতা পরমাত্মা", "গড়-ফাদার"। কিন্তু এমনটাই বা কেন বলা হয় ? আসলে আত্মারা সন্তানরূপী শালগ্রাম আর শিববাবাকে যেহেতু তারা তাদের হৃদয় থেকে বাবা বলে ডাকে, তাই বাবার সবকিছুর অধিকারের আশীর্ব্বাদী-বর্সা এই বাচ্চারাই পেয়ে থাকে। যেখানে এই বাবাই যে স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তবে তো অবশ্যই ইনি অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা প্রকৃত আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রচনাও করে থাকবেন। যা আর কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। এমন বাবাকে সর্বব্যাপী বললে তো সে আশীর্ব্বাদী-বর্সার নামগন্ধও পর্যন্ত পাওয়া যায় না, উপরন্তু যা কিছু সঞ্চয় থাকে, তাও নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা এমনই ব্যাপার যে ঈশ্বর সর্বত্র বললেই যেন, সর্বত্রই ঈশ্বর গিয়ে হাজিরা দেবেন। লোকেরা তো ওনার পবিত্র নামের শপথ নিয়েও অনায়াসেই মিথ্যে কথা বলে। তারা নিজেরাই বলে ঈশ্বরীয় বাবাকে সাক্ষী করে ওনার উপস্থিতিতে বলছি ..... , অথচ তারা কিন্তু বাবাকে জানেই না।

বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের এই বাবাকে সঠিক ভাবেই জানো যে, এখন এখানে বাবা স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। একমাত্র তিনিই সদাকালের পরম্-আত্মা। তাই ওনার মহিমাও সবকিছুর থেকেই স্বতন্ত্র। একমাত্র উঁনি হলেন নিরাকার- তাই ওনার নাম শিব। কখনই কোনও জাগতিক নাম হয় না ওঁনার। অন্য সবারই তাদের দেহের নাম হয়। প্রত্যেক জন্মে তাদের শরীরের নামও বদলাতে থাকে। কিন্তু আত্মা তো সেই একই আত্মা থাকে। যা কেবল মানুষদের শরীরের নামেরই বদল হয়। যেমন বলা হয়, অমুকের পারলৌকিকের পিণ্ডী অথবা শ্রাদ্ধের ভোজ খাওয়ানো হয়, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তাকে স্মরণ করা হয়। তার সেই দেহ তো জ্বালিয়ে দেওয়াই হয়, তবে কেবল রইল তার আত্মা। তার মানে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে আত্মাকেই খাওয়ানো-দাওয়ানো হয়। অর্থাৎ আত্মাকে তবে নির্লেপ বলা চলে না। এখানে বসে বাবা এসবেরই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- আত্মা যখন কোনও শরীর ত্যাগ করে, তারপরেই সেই শরীর বিনাশ হয়ে যায়। তবে তারা সে সব খাওয়ায় কাদের ? যদিও তা আত্মাকে খাওয়ানো হয়, তা তো সেই আত্মার শরীরের প্রতি মোহ থেকেই। যেখানে বাবা বার-বার সতর্ক করে থাকেন, কারও শরীরের প্রতিই যেন কোনও প্রকারের মোহ না থাকে। একেবারেই নষ্টমোহা হতে হবে। নিজের মন-বুদ্ধি থেকে সব শরীরধারীকেই ঝেড়ে ফেলে দাও। এখন এই চর্ম-চক্ষুতে যা কিছুই দেখছো, সেসব কিছুকেই ভুলে যেতে হবে। আর তার জন্যই বাবা জানাচ্ছেন- কেবলমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে। যেখানে ওনার কোনও শরীর নেই, যদিও কিছুটা অসুবিধাও হতে পারে এজন্য। যেমন বিবাহের আশীর্ব্বদের সাগাই অনুষ্ঠানে আংটী পড়ানো হয়। কিন্তু এখানকার ক্ষেত্রেও তো উনি নিরাকার, এমনকি যার কোনও চিত্রও নেই। তাই এক্ষেত্রে নিরাকার শিববাবাকে আংটী পড়ানো হয়, ওনাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে। যা একেবারেই নতুন ধরণের কথা।

কেউ মারা গেলে লোকেরা ভাবে, একেবারেই শেষ হয়ে গেল সে। তার পারলৌকিক পিন্ডী তবে কাকে খাওয়ানো হয় ? আর তা খেতে অবশ্যই তার আত্মাই আসবে। সংস্কারের প্রলেপ তো সেই আত্মাতেই পড়ে। আর একথা কে বা বলে যে, এটা নোনতা - এটা মিষ্টি! --তা বলে তো সেই আত্মাই। এই আত্মাই বলে, যখন তার জিভে তেতো লাগে, কোনও কোনও আত্মার আবার কান বধির হয়। আত্মাই মাথাব্যাথা অনুভব করে। প্রকৃত অর্থে এসব কে বলে ? -- আত্মাই কিন্তু তা বলে থাকে। অথচ

লোকেরা তা ভুলেই যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - সুখ-দুঃখের ভোগ, তা তো আত্মাই ভোগে। কিন্তু অভোক্তা একমাত্র এই বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা। সেই বাবাই স্বয়ং বসে আত্মাদের এই জ্ঞান দিচ্ছেন। কিন্তু আত্মাই পরমাত্মা একথা বলাটা খুব বড় অজ্ঞানতার-মূর্খামী। সমগ্র দুনিয়াই বলে থাকে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তারপর পরমাত্মাকে স্মরণ করলে, সেক্ষেত্রে তাদের আর কি বা প্রাপ্তি হবে ? এই যে ভক্তরা তাকে এত স্মরণ করে, তাতে তারা বাবার থেকে কি পায়, তা কিন্তু কেউ জানে না। সর্বব্যাপী বলার পর - আর কোনও কিছু প্রাপ্তির প্রশ্নই ওঠে না যে। উল্টে এই আসুরী মতে চলতে চলতে মানুষের কেবলই অধোগতিই হয়েছে। শ্রীমৎ তো কেবল এই এক ও একমাত্র এই বাবার। আর আসুরী মত দিয়ে থাকে রাবণ। যে মতের কারণে লোকেরা একে অপরকে কেবলই দুঃখ-কষ্ট দিতেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের, তাই একে অপরের সুখের দিকটাই ভাবো। যেহেতু তেমাদের এই বাবা তো সবার সুখদাতা।

কেউ কেউ নিজেকে সর্ব-দয়া নেতা (অর্থাৎ যে সবার প্রতি দয়া করে) বলে প্রচার চালায়, কিন্তু তা বলা চলে একমাত্র ঈশ্বরের বেলাতেই। যেহেতু সবারই রচয়িতা ও মালিক এক ও একমাত্র ঈশ্বর। সর্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ সমগ্র সৃষ্টি-জগৎ। আর এতবড় সৃষ্টি-জগতের সদগতি করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব মুখ্য ধারণা হলো, মন থেকে প্রথমে সর্বব্যাপী এই ধ্যান-ধারণাটিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বাবাকে স্মরণ তো করে সবাই। ভক্তদের যেমন আগ্রহ থাকে ভগবান এসে আমাকে কিছু দেবে। সেক্ষেত্রে বাবাকেও তো অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হয়। যেখানে এই রচয়িতা তার এমন সুন্দর রচনা রচেন, তোমাদের দেবার জন্যই। আরও এই যে, বাবা তো বি.কে.-দেরকে স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহী তুলে দেন হাতে। সেখানে বাচ্চাদের কখনও এমন বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর এতেই বাবার যা কষ্ট। বাচ্চারা, তোমরা এখন যথেষ্ট সেয়ানা ও বুঝদার হয়েছো। এই তোমরাই পূর্বে কত আনাড়ী-অবুঝ ছিলে। বাবাকে সর্বব্যাপী বললে, তখন তো আর কিছুই প্রাপ্তিযোগ ঘটবে না কপালে। সর্বাগ্রে বাবা স্বয়ং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে দেখান উঁনিই পরমপিতা। লৌকিক বাবার ক্ষেত্রে "পরম" শব্দটির ব্যবহার হয় না। পরমপিতা একমাত্র তিনি, যিনি এই স্থুল জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে অসীম বেহদের পরমধাম নিবাসী। তাই তো তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ। যিনি সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। বাবা অর্থে বীজ। ব্রহ্মাকে দত্তক হিসাবে ওনার স্ত্রী বানিয়ে তিনি তার রচনা কার্য করান। শিববাবা বলেন - উনি কেবল ব্রহ্মাকেই দত্তক নেন। যা মুখ-বংশাবলী সন্তান। আর জাগতিক মাতা-পিতার সন্তান তো গর্ভে ধারণ করা কুখ-বংশাবলী। অতএব এই ব্রহ্মা হলেন শিববাবার স্ত্রী, যদিও চেহারায় ব্রহ্মা পুরুষ। শিববাবা ওনাকেই দত্তক নেন। আবার এই ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা স্বীকৃত দত্তক সন্তান তোমরা বি.কে.-রা। অন্য হিসাবে যদিও তোমরা শিববাবারও সন্তান। কিন্তু শিববাবা আবার তোমাদের বি.কে.-দেরকে ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাও নতুন ধারায় জন্ম দেওয়ান। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে সবাই কীর্তন করে - "তুমিই আমাদের মাতা, আবার পিতাও যে তুমি" ..... যদিও এই বাবা নিরাকার। এদিকে আবার পুরুষ হয়েও ব্রহ্মা মাতা হন কি প্রকারে ? একথা বুঝতে হলে অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধির প্রয়োজন। নিরাকার বাবাকেই আবার রচয়িতাও বলা হয়, কিন্তু কিভাবে তিনি তা রচনা করান ? যাকে জগদম্বা সরস্বতী বলা হয়, ওনার বিষয়ে বলা হয় - ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী (দত্তক) কন্যা। তবে মাতা কাকে বলা যায় - এনাকে (সরস্বতীকে) না কি ওনাকে (ব্রহ্মাকে) ? --আসলে এই সাকার ব্রহ্মাই হলেন মাতা। কিন্তু পুরুষ শরীরে মাতার স্থানে এনাকে কিভাবেই বা বসানো যায় - আর এই কারণেই জগৎ-অম্বাকেই নিমিত্ত বানানো হয়েছে। বাবা স্বয়ং তা বলছেন, উনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে ওনাকে দত্তক করে নেই।

তাই তোমরাও তা বলতে পারো- তোমরা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে.-রা ঈশ্বরীয় সন্তান। স্বয়ং ঈশ্বর এই বি.কে.-দের দাদু যিনি "দাদা"। যদিও এসব গুহ্য রহস্যগুলি শাস্ত্রে নেই। জাগতিক এই শাস্ত্রগুলি যা কেবলই ভক্তি-মার্গের খেলনা বস্তুর মতন।

বস্তুর খেলনা দ্বারা মানুষের পেট ভরে না ও মুখ মিষ্টি হয় না। আর এখানকার ব্যাপারে তোমরা প্রলুব্ধ হও বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়ার জন্য। আর সর্বব্যাপী বলার ফলে অন্যদের মুখ-মিষ্টিও হয় না। তবুও প্রায় গোটা-দুনিয়াতেই এই সর্বব্যাপী প্রচারের জ্ঞানটাই প্রচলিত আছে। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে যে বাচ্চারা তাদের নিজের বুদ্ধিতে কেবলমাত্র নিরাকার পরমাত্মাকেই স্মরণ করবে, তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরাই শাস্ত্রগুলিতে সর্বব্যাপী কথাটাকে লিখে রেখেছে। যদিও সবাই সেই এক ভগবানকেই স্মরণ করে, কিন্তু তারা তা জানেই না যে ভগবানের নির্দেশিত প্রকৃত তথ্য ও রীতি না জানার কারণে এতে পার্থক্য আসে। এ যেন দড়িকে সাপ বানিয়ে দিয়েছে। তাই বাবা এখন জানাচ্ছেন - কেবলমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে, অন্য কারওকেই নয়। এর অর্থ এমন নয় যে, ভগবান সর্বত্রই। বি.কে. আত্মাধারীরা জানো, কেবল এই এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তবে সেখানে অন্যদের সাথে তোমাদের পার্থক্য হয়ে গেল, এই "সর্বব্যাপী" শব্দটায়। যদিও অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে এটাই ভবিতব্য, তাই আবারও এমন তো হতেই হবে। যা ঘটবেই ঘটবে। এই সময় যার যেমন কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় চলছে, ঠিক সেটাই চিত্রায়িত হয়ে চলেছে - যাকে ড্রামা বলা হয়। তা অনাদি অবিনাশী ড্রামা পূর্বেই যা নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে। যার কোনও প্রকারের রদ-বদল আদৌ সম্ভব নয়। ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই এইসব চিত্রাদি ড্রামায় অভিনয়কারী বাচ্চাদের দ্বারাই বানানো হয়ে থাকে। ইনিও (ব্রহ্মাও) বলেন, পূর্বে কিছুই জানতেন না উনি। এখন বাবা এসে ওনাকে সেই দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করেছেন। দিব্য-দৃষ্টি দাতা কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা। তাই তো (ব্রহ্মার মাধ্যমে) নিত্য নতুন এমন কত নতুন ধরণের চিত্র ইত্যাদি বানাবার পরামর্শ দেন উনি। সেই চিত্র বানাবার পর আবার যদি কোনও নতুন পয়েন্ট বেরোয় তখন আবার তা ঠিক করতেও বলেন। ব্রহ্মার নামের পূর্বে প্রজাপিতা শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। না হলে লোকেরা তা স্পষ্ট-ভাবে বুঝতে পারবে না। বি.কে.-দের বলা হয় ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা দত্তক সন্তান, অর্থাৎ ব্রহ্মারই সন্তান। আর ব্রহ্মার সন্তান যখন, তখন তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ হবে সে। বাচ্চারা, এবার তোমরা বুঝতে পেরেছো, বাস্তবে তোমরা বি.কে.-রা প্রত্যক্ষ্যরূপেই ব্রহ্মার সন্তান, আবার ব্রহ্মা যেহেতু শিবের সন্তান সেদিক থেকে তোমরা বি.কে.-রা শিবের নাতি-নাতনী। প্রথম ও প্রধান ব্যাপার হলো শিববাবা আর ওনার আশীর্ব্বাদী-বর্সার। যার দ্বারা তোমাদের মুখ-মিষ্টি হয়। বাবা স্বয়ং যেখানে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, সেই অধিকারের আশীর্ব্বাদী-বর্সা তো অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং তা নিতে কারও অনাগ্রহ থাকলে ভাববে, সে আদৌ দৈবী-ধর্মের নয়। আর যে দৈবী-ধর্মের হবে, অর্থাৎ দেবতা পদ পেতে আগ্রহী হবে সে নিজে থেকেই এখানে এসে সবকিছু জানবে-বুঝবে। এসবকিছুর মূল কথাই হলো পবিত্রতা। আর পবিত্র না হতে পারলে রাখী-বন্ধনও হয় না। বাচ্চারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে- "বাবা, অবশ্যই পবিত্র হবো আমি। পবিত্র হতে না পারলে তোমার কাছে আসবই বা কি প্রকারে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাবো অবশ্যই।" বাচ্চারা- এছাড়া তো তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে যেতে পারবে না। না হলে তো তোমাকে আবার সেই কলিযুগেই আসতে হবে। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি সময়কালকে সঙ্গমযুগ বলা হয়। আর এই সঙ্গমযুগেই বাবা এখানে এসে বি.কে. বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেন। তাই তো ভারতের এত সুনাম-যশ-খ্যাতি। এই ভারতই একদা যেমন সত্যখণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ খ্যাতির শিখরে

ওঠে তেমনি আবার মিথ্যাখণ্ড অর্থাৎ অধোঃপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে যায়। সুবর্ণযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোনও খণ্ডের অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ একমাত্র ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড। সেহেতু অবিনাশী বাবা এই ভারত খণ্ডেই আবারও আসেন। কল্প পূর্বে ঠিক যেমন ভাবে ধর্মের স্থাপনার কার্য হয়েছিল, কল্প পরেও তা আবার তেমনই হবে। বাবা তোমাদের কত অনেক আশীর্বাদী-বর্সায় ভরপুর করেন। উনি যে তোমাদের প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবা। সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেও তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গীদের পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা যারা নিবৃত্তি-মার্গে থাকে, তাদের আচার-আচরণ-ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। তেমনি অনেক পৃথক পৃথক ধর্মও আছে। কিন্তু, তারা কেউ-ই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারে না। কেবলমাত্র যারা অন্য ধর্ম থেকে এসে তেমাদের দৈবী-ধর্মের সাথে মিশে যায়, একমাত্র তারাই পৌঁছতে পারবে। এখন তোমরা কত প্রকার জ্ঞান পেলে, যার ফলে তোমাদের তৃতীয় নয়নেরও উন্মোচন হলো। এই ভাবেই ধীরে ধীরে তোমরাও ত্রিকালদর্শীতে পরিণত হচ্ছো। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া অন্য কোনও মনুষ্যই ত্রিকালদর্শী হয় না। এমন কি দেবতারাও ত্রিকালদর্শী হয় না। বাবা আরও জানাচ্ছেন - উনি এই তৃতীয় নয়ন প্রদান করেন বাচ্চাদেরকে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন করার জন্য।

বাচ্চারা, তোমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছো, তোমাদের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন হয়েছে। যেমন বাবার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তেমনি তাদেরও সে জ্ঞান থাকা উচিত - যারা বাবার উপযুক্ত সন্তান। অর্থাৎ তোমরা বি.কে.-রাও এক একজন মাস্টার জ্ঞান-সাগর হতে চলেছো। অন্যদেরকে কেউ মাস্টার জ্ঞান-সাগর বলে অভিহিত করতেই পারবে না। যদিও তোমাদেরও জ্ঞান-সাগর না বলে জ্ঞান-নদী বলাটাই সঠিক হবে। তবে গল্পে যেমনটি বলা হয়, অর্জুন ভূমিতে তীর নিক্ষেপ করে গঙ্গাকে নিয়ে এলো- তা মোটেই ঠিক নয়। আবার এমনটিও নয় যে, গঙ্গোত্রীতে গরুর মুখ থেকে যে জল বের হয় -তা। সেখানে গঙ্গা আসবেই বা কোত্থেকে! কোথায় তোমরা দু-হাতধারী আর কোথায় জগদম্বার ৪ বা ৬ হাত- কত পার্থক্য। এসবই তোমরা খুব সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে বোঝাবে অন্যদের। কোনও কোনও বাচ্চা আবার বলো যে, ঠিক সেভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারো না, নিজেদেরকে আত্মা ভেবে সর্বদা মনে রাখতে পারো না, মুহূর্তে-মুহূর্তে তা ভুলে যাও। কিন্তু বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করতে না পারলে, বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবেই বা কি প্রকারে ? যেখানে বাবা স্বয়ং বার-বার বলেন - লাগাতার ওনাকে স্মরণ করতে থাকলে, তবেই তো সেই যোগবলের দ্বারা তোমার বিকর্মগুলি বিনাশ হবে। স্মরণের যোগে না থাকতে পারলে মাম্মা-বাবার হৃদয়াসনে জায়গা পাবেই বা কি প্রকারে। আর তা হতে পারলে, তোমাকে তো তবে কুপুত্রই বলা হবে। বাবার সুযোগ্য সন্তানেরা খুব মনেযোগ সহকারে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থে ব্যস্ত থাকে। গভীর ভাবে তারা এই ধারণা ধারণ করে নেয় যে, অন্তিম সময় পর্যন্ত তা করে যেতে হবে। বাবাকে যতই স্মরণ করা যাবে ততই নিজে পরমার্থের অধিকারী হতে পারবে। এর জন্য নিজের চার্ট রাখতে হবে। যার লক্ষ্য স্থির থাকে - একমাত্র সে অর্জুন হতে পারে। তাকেই বাবার ওয়ারিশন বাচ্চা বলা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরীয় নিয়ম অনুযায়ী, একের ব্যবহারে অপরজন যেন সুখ পায়। তোমার কারণে কেউ যেন কোনও প্রকারের দুঃখ না পায়। বাবার মতনই সুখদাতা হতে হবে।

২) এই শরীরের প্রতি মোহ ত্যাগ করে নষ্টমোহ হতে হবে। বাবার সুযোগ্য সন্তান হয়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- সবকিছু বাবার প্রতি সমর্পণ করে সঙ্গমযুগী বাদশাহীর অনুভব করে অবিনাশী রাজতিলকের অধিকারী হও

বিস্তার :- আজকালের বাদশাহী - যা ধন-সম্পদ দান করলেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ যা ভোটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চারা, এখানে স্বয়ং বাবা তোমাদের প্রত্যেককে রাজতিলক দিয়েছেন। দিচ্ছেন লাগামহীন বাদশাহী - সত্যি কি অপূর্ব এই স্থিতি। নিজের সবকিছু যখন বাবাকে সমর্পন করে দিয়েছো, তখন আর কিসের চিন্তা ? চিন্তা তো সব চিন্তামণি বাবার। কিন্তু এমন যেন না হয় যে, কোনও কোনও ব্যাপারে নিজের সামান্য অধিকার বা যোগ্যতা অথবা মনমতকে গোপন রাখছো। তা যদি শ্রীমৎ অনুসারে হয়, তবে তা বাবার উপরেই ছেড়ে দাও। সবকিছু বাবার উপরে ছেড়ে দেওয়া বাবার প্রিয় বাচ্চা ডবল লাইট ও রাজতিলকের অধিকারী হয়।

স্লোগান :- বাবার এক-একটি বাক্য মহাবাক্য। অতএব কোনও বাক্যই যেন ব্যর্থ না যায়- এমন হতে পারলে তবেই তাকে বলা যাবে মাস্টার সতগুরু।